R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উৎসবে-অনুষ্ঠানে
কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে
ইনভিমেন্ট (এস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ভারতের যে কোন স্থানে
ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য
বাস সার্ভিস

৭২শ বর্ষ. ৩১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

সমাজবিরোধীদের দাপটে প্রশাসন দিশেহারা!

ফরাক্কা : ফরাক্কা এন, টি, পি, সি, ট্রান্সমিশন লাইনে তার চুরি এবং পোলের বিভিন্ন পার্টস্ চুরি এমন ব্যাপক আকার নিয়েছে যে তা রোধে এন, টি, পি, সি, কর্তৃপক্ষ ও জেলা পুলিশ প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছেন। ফারাক্কা এন, টি, পি, সি, থেকে জিরাট পর্য্যন্ত ২৩৯ কিলোমিটার ৪০০ কে, ভি ট্রান্সমিশন লাইন তৈরী করতে সরকারের ব্যয় প্রায় ৪০ কোটি টাকা হবে বলে জানা যায়। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ লাইন দেখাশুনা ও পাহারার ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন প্রায় ব্যর্থ বলা চলে। তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে জেলা পুলিশ প্রশাসনের আলোচনার সময় গ্রামে গ্রামে তার লাইন পাহারা দিতে হোমগার্ড দেওয়ার কথা ওঠে। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মত হন না। তাঁরা বলেন তাঁরা লাইন পেট্রলের ব্যবস্থা করতে পারেন যদি তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ গাড়ীর বন্দোবস্ত করেন। পুলিশ তেল মবিল খরচা দেবে। সেই অনুযায়ী এই দীর্ঘ লাইন পাহারার জন্য তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ ছয়টি গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। তথাপি চুরি বন্ধ হয়নি। বাজারসাহু ষ্টেশনের নিকট কয়েক মাসের মধ্যেই তিন তিনবার তার চুরি যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুরের কাছে পোলের ক্ষতি করে। তার ও বিভিন্ন পার্টস্ এ প্রায় তিন লক্ষ টাকার মালপত্র খোয়া গেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। ফরাক্কার নিকটবর্তী শঙ্করপুরে সম্প্রতি নীচ থেকে পোল কেটে তোলার চেষ্টা হ'য়েছে। এতে সরকারের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকার মত। সংবাদ নিয়ে জানা যায় একটি পোল তৈরী ও বসাতে সরকারের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ পড়ে। তার চুরি বা পোলের ক্ষতি সাধনে শুধু যে সরকারী অর্থ অপচয় হচ্ছে তা নয় এন, টি, পি, সি, প্রকল্প ত্বরান্বিত হওয়াতে প্রবল বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তথাপি এই দীর্ঘ লাইন তদারকীর ব্যাপারে পুলিশী উদাসীনতা কেন সে কথা জনসাধারণের বোধগম্য হচ্ছে না।

ডাকঘরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত

রঘুনাথগঞ্জ : ডাক কর্মচারীদের বহুদিনের প্রত্যাশা রূপায়িত হ'তে আর দেরী নাই। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর টালবাহানার পরে ডাকঘরের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হ'লো। এক বছর পূর্বে কর্মীদের কোয়ার্টারগুলি নির্মাণ শেষ হ'য়েছিল। শোনা যাচ্ছে আগামী জানুয়ারী '৮৬ তেই প্রধান ডাকঘরটি নিজস্ব ভবনে কাজ আরম্ভ করতে পারবে। এই বিশাল ভবনটি দেখলে স্বভাবতঃই ডাকঘরের কাজ যে এবার সুষ্ঠুভাবে চলবে এবং কর্মীরা স্বস্তিতে কাজ করতে পারবেন তা বোঝা যায়। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও ডাক কর্মীদের মনে স্বস্তি নাই। তাদের এক মুখপাত্র ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন সরকারের বর্তমান ডাক তার বিভাগ সম্পর্কীয় নয়া নীতি তা দিকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে অস্বস্তিতে ফেলেছে। ডাকঘরকে এতদিন ধরা হ'তো জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে। সে কারণেই সেই বিভাগের লোকসান ঘটলেও জনগণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ডাক বিভাগের সম্প্রসারণ কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকার ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে অলাভজনক ডাকঘরগুলিকে তুলে দিতে মনস্থ করেছেন। এমন কি ঘরে ঘরে ডাক বিলি ব্যবস্থাও নাকি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ডাকঘরের কিছু কিছু কাজও কর্মচারী না নিয়ে এজেন্ট মারফৎ চালাবার কথা সরকার ভাবছেন। রেজিষ্ট্রি বুককরা ও খাম পোষ্টকার্ড টিকিট বিক্রি করার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা হবে। প্রতিটি রেজিষ্ট্রীর জন্য সে ক্ষেত্রে এজেন্টকে দেওয়া হবে ৫০ পঃ ও টিকিট ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য ৫% কমিশন। সরকার মনে করছেন এর দ্বারা বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হবে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে ও কথার কোন দামই নেই। কেন না ডাকঘরে এই ব্যবস্থা চালু হ'লে কর্মচারীর সংখ্যা কমে যাবে। বর্তমানে হয়তো চাকুরীচ্যুতি ঘটবে না, কিন্তু ভবিষ্যত নিয়োগ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তার উপর বেশ কিছু ডাকঘর বন্ধ করে দেওয়ায় একষ্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল এজেন্ট বা অবিভাগীয় কর্মীদের একটা বিরাট অংশ সরকারী চাকুরীচ্যুত হবেন। কর্মী সংগঠনের পরিসংখ্যানানুযায়ী শোনা যাচ্ছে এই মুহূর্তেই সারা ভারতে প্রায় তিন লক্ষ ই, ডি, কর্মী চাকুরী হারাচ্ছেন। পোষ্টম্যান, মেলগিওন, পোষ্টাল এ্যাসিষ্টেন্টদের উদ্বৃত্ত হওয়ার সংখ্যাও হবে প্রায় লক্ষাধিক। এদের চাকুরীচ্যুত করা হবে না এমন গ্যারান্টি বা কোথায়? ইতিমধ্যেই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ১৭০০ ই, ডি, কর্মী সরাসরি ছাঁটাই হয়েছেন। ২৮০টি আর, এম, এফ, সর্টিংসেকসন তুলে দেওয়ায় প্রায় ছয় হাজার আর, এম, এস কর্মীর ভবিষ্যত সুতোর ডগায় ঝুলছে। টেলিগ্রাম অফিসের বহু কর্মীকেও উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ৭০০ আর, এম, এস কর্মীকে ইতিমধ্যেই ছাঁটাই করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এই ছাঁটাই ও উদ্বৃত্ত ঘোষণা করায় বেকারী ঘুচবে এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সরকার বলছেন এই সব ব্যবস্থার ফলে ও এজেন্সি সিষ্টেম চালু করলে খরচ কম হবে ও জনসাধারণ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অরঙ্গাবাদ কেন্দ্র কংগ্রেস(ই)র দখলে

রঘুনাথগঞ্জ : লুৎফল হক সাহেবের মৃত্যুতে শূন্য আসনটিতে উপনির্বাচন হলো। এবার প্রার্থী সংখ্যা ছিল পাঁচজন। কংগ্রেস (ই) এর হুমায়ুন রেজা, সি, পি, আই (এম) এর তোয়াব আলি, মুসলিম লিগের কুরবান আলি এবং নির্দল দুইজন মৃণাল ঘোষ ও মাধব সরদার। জয়লাভ করলেন প্রয়াত লুৎফল হকের পুত্র কংগ্রেস(ই) এর হুমায়ুন রেজা। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সি, পি, আই (এম) এর তোয়াব আলিকে ১১৩৩ ভোটে পরাজিত করলেন। হুমায়ুন রেজা ভোট পান ৪০৪৭৭, তোয়াব আলি পান ৩৯৩৪৪, মৃণাল ঘোষ ৭৯৬, কুরবান আলি ১২১৩ এবং মাধব সরদার পান ৪৬৮ ভোট। ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের সমর্থন বিপুলভাবে কমে আসছে।

এ্যাফ্লেক্স বাঁধের বে-আইনী বাসিন্দারাও পুরসভার ভোটার

রঘুনাথগঞ্জ : ১০নং ওয়ার্ডের রাধানগরের পাশে এ্যাফ্লেক্স বাঁধে জবরদখলকারীরা পুরসভার ভোটার হ'লো কোন সূত্রে এ প্রশ্ন ১০নং ওয়ার্ডের প্রতিটি ভোটারের মনে। এ্যাফ্লেক্স বাঁধ ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের সরকারী মালিকানাধীন জমি এবং সেই জমিতে কাউকেই স্বত্ব দখলী দেওয়া যায় না। এ কথা জানিয়েছিলেন জঙ্গিপুরের ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তার ১৭ নভেম্বর ৭৩ এর মেমো নং জি-৪৯/২৮২২ চিঠিতে পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান গৌরীপতি চ্যাটার্জীকে। সে প্রসঙ্গে গত ৩ ডিসেম্বর ৭৩ এক সভায় পুরসভা সিদ্ধান্ত নেন যে ঐ সমস্ত হোল্ডিংগুলি পুরসভার নক্সা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হবে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল

নিজের ভালমন্দও বুঝি না

ফরাক্কায় বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড শুরুর প্রথম হইতেই যেন শনির দশায় পড়িয়াছে। সর্বপ্রথম বিভেদ শুরু হইল কর্মচারী নিয়োগকে কেন্দ্র করিয়া। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের বহু মানুষের মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল এই বৃহৎ প্রকল্পের স্থান সংকুলান সাপেক্ষে। সে ক্ষেত্রে সংগত দাবী উঠিয়াছিল ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ ছাড়াও তাদের পরিবার হইতে অন্তত: পক্ষে একজন করিয়া যুবককে এই প্রকল্পে কর্মী হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে। সেই দাবীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বহিরাগতদিগকে পরীক্ষা দিতে বাধাদান, কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র ঘেরাও প্রভৃতি কত ঘটনা ঘটিয়া গেল কিন্তু কেহই বিচার করিয়া বুঝিতে চাহিল না যে সকল কর্মই সকলের দ্বারা সম্ভব নহে এবং সে ক্ষেত্রে বহিরাগত প্রার্থীরও প্রয়োজন আছে। তারপর বিবাদ আরম্ভ হইল মালদহ ও মুর্শিদাবাদের আনুপাতিক নিয়োগ হার নির্ণয় লইয়া। অবশেষে অতি কষ্টে বহু সৎ প্রচেষ্টার পর কর্মকাণ্ডের প্রথম স্তরের কার্য্য আরম্ভ হইল। দেশের সকলেই আশা করিয়াছিল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ২০০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন যন্ত্রটি নভেম্বরের মধ্যেই চালু হইবে ও পঃ বঃ এর বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা কিছুটা দূর হইবে। কিন্তু সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তা'তে আমরা নিজের ভাল নিজেরা বুঝি না। অশুভ মনোবৃত্তি আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে এমন ভাবে গ্রাস করিয়াছে যে সৎ ও শুভ কাজেও বাধা সৃষ্টি করিতেও আমরা দ্বিধা করি না। দেখা যাইতেছে অসামাজিক কাজে আমাদের প্রবৃত্তি দিন দিন বাড়িতেছে। এমন কি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাও অশুভ, অসামাজিক কাজ কারবার বন্ধ করিতে অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন না। তাহা না হইলে ফরাক্কা হইতে জিরাট পর্য্যন্ত যে বৈদ্যুতিক তারের লাইন নূতন বসানো হইয়াছে তাহা ঘনঘন এরূপ ভাবে চুরি যাইত না। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের তৎপরতা দেখাইতে ব্যর্থ হইতেছেন। পুলিশ পেট্রোল শুধু মাত্র দেখনদারী মনে হইতেছে। সংগত কারণেই এন, টি, পি, সি, প্রশাসন প্রস্তাব দিয়াছিলেন তার লাইনের সর্বত্র গ্রামভিত্তিক হোমগার্ড দিয়া পাহারা দেওয়া হউক। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন তাহাতে সম্মত না হইয়া চলমান পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করিয়াই কর্তব্য শেষ করিলেন। তাহাদের পাহারা কেমন চলিতেছে তাহা সহজেই বোধগম্য হয় যখন দেখা যায় বেনিয়াগ্রাম, ধুলিয়ান প্রভৃতি অঞ্চলের পথের ধারের কে, ভি, পোল (খুঁটি) গুলির মাটি খুঁড়িয়া সেগুলি সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা দেখিলে। এই সব পোলের নির্মাণকার্য্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এই বিপুল ব্যয় পুনরায় করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয় প্রকল্পের কার্য্যের গতি ত্বরান্বিত হইতে পারিবে না। একটু শুভ বুদ্ধি লইয়া চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে সেই ক্ষতি শুধু মাত্র এন, টি, পি, সি, কর্তৃপক্ষের নহে। উহা সমগ্র সমাজের। কিন্তু তাহা বুঝিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি। তদুপরি এন, টি, পি, সিতে কর্মরত ঠিকাদারদিগকে মাস্তনী দাপট এমন অবস্থায় আনিয়াছে যে তাহারা অনেকেই কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্রপাতি ফেলিয়া রাখিয়াই পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই মস্তানী কিন্তু শুধু মাত্র অসামাজিক মস্তানদেরই কার্য্য নহে, ইহার সমর্থনের রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনও রহিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলির জুলুম, তাহাদের সমর্থিতদের চাকরীতে নিয়োগের দাবীও মস্তানী পর্য্যায়েই পড়ে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ কিন্তু ইহার ফলেই দীর্ঘায়িত হইতেছে ইহা আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে। নিজের মঙ্গল নিজে না বুঝিলে কেউই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

ম্যানেজার লাঞ্ছিত

রঘুনাথগঞ্জ: সম্প্রতি স্থানীয় থানার বাড়ালা গ্রামের গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জনৈক গ্রামবাসীর হাতে অফিসে কার্য্যরত অবস্থায় লাঞ্ছিত হন। ঘটনায় প্রকাশ, লোনকে কেন্দ্র করে বচসার সময় ঐ ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে লাঞ্ছিত করেন। ঘটনাটি পুলিশের নজরে আনা হয়েছে।

নির্বাচনী বিশ্লেষণ

লুৎফল হক সাহেবের মৃত্যুতে শূন্য অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের এম, এল, এ, নির্বাচনী যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস(ই) এরই জয় হলো। যদিও এ জয় খুবই কষ্টসাধ্য জয়। মাত্র ১১৩৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন কংগ্রেস(ই) এর প্রার্থী প্রয়াত হকের পুত্র হুমায়ুন রেজা। ১৯৮২তে নির্বাচনে প্রবীণ হক সাহেব তরুণ সি, পি, এম, প্রার্থী তোয়াব আলির চেয়ে মাত্র ২৩১৩ ভোট বেশী পেয়ে জয় লাভ করেন। সে বছরই বোঝা গিয়েছিল সি, পি, এম, এই অঞ্চলে বেশ শক্তিমান হয়ে উঠছে। উপনির্বাচনের পূর্বে অবশ্য সি, পি, এম এর সে শক্তির নিম্নমুখী টান বেশ ভালরূপে প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বিগত লোকসভা নির্বাচনে হক সাহেব ভার্সেস সোহরাব সাহেবের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কংগ্রেস(ই) পক্ষকে দুর্বল করে দেয়। হক সাহেবের সোহরাব বিরোধিতা এমন আকার ধারণ করে যে হক সাহেব তথা কংগ্রেস (ই) এর দুর্গ বলে কথিত কাঞ্চনতলা ও অরঙ্গাবাদেও সি, পি, এম কংগ্রেস (ই) অপেক্ষা বেশী ভোট পায় এবং তার ফলেই সোহরাব সাহেবের ভরাডুবি ঘটে। এ বছর নির্বাচনে সেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে মূলধন করেই সি, পি, এম ধরেই নিয়েছিল এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বের প্রকাশ্য মত বিরোধে সি, পি, এম, বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে গনি খাঁনের হস্তক্ষেপে হাইকমাণ্ড হক পুত্র হুমায়ুন রেজাকে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ায় সি, পি, এম, কিছুটা হতোদ্যম হয়। তথাপি তারা আশা করেছিলো সোহরাব ও সাত্তারের অসহযোগিতা তাদিকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হাই কমাণ্ডের চাপে কংগ্রেস জেলা নেতৃত্ব একযোগে হুমায়ুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নামতে বাধ্য হলো। যদিও বাধ্য হয়ে নামার ফলে তারা মনে প্রাণে রেজার পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে যে দ্বিধা করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নির্বাচনের ভোটের অবস্থা দেখলেই সে কথা সহজেই বোধগম্য হয়। কংগ্রেসের সব চেয়ে শক্তিশালী দুর্গ কাঞ্চনতলা যা গত নির্বাচনেও প্রয়াত হককে ২৫০০ ভোট বেশী দিয়েছিল, সেই কাঞ্চনতলা এই নির্বাচনে বেশী দিয়েছে মাত্র ২৯০ ভোট। তবুও হুমায়ুন রেজাকে জিতিয়ে দিয়েছে তার প্রয়াত পিতার সুকৌশলে গঠিত অরঙ্গাবাদের কয়েকটি ভোট কেন্দ্রই। এই ভোট কেন্দ্রকটির ভোটের জোরেই মাত্র ১১৩৩ ভোটের নাম মাত্র ব্যবধানে হলো তাঁর জয় লাভ। অবশ্য সি, পি, এম, তরফের ধারণা নির্বাচনে তাদের এই মার্জিন ভোটে পরাজয়ের মূলে রয়েছে পঞ্চায়েত স্তরে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর, এস, পির বিশ্বাসঘাতকতা। আর, এস, পি, ও ফরওয়ার্ড ব্লকের স্থানীয় নেতারাও একথা সরাসরি অস্বীকার করছেন না। তাঁরা বলেন সি, পি, এম, এর অগণতান্ত্রিক, স্বৈরতন্ত্রী মনোভাব আর, এস, পি বা ফরওয়ার্ড ব্লকের নীচেরতলার কর্মীদিকে তা দের বিরোধিতা করতে বাধ্য করেছে। সি, পি, এম চাইছে সর্ব স্তরেই কি পঞ্চায়েতে, কি ট্রেড ইউনিয়নে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে। সে ক্ষেত্রে তারা শরিক দলের উপর শক্তির অপব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। তারই ফলে অন্যান্য শরিকদল আস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সি, পি, এম বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছে। তারই প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন নির্বাচনে। এই নির্বাচনেও যে সেই অপপ্রভাব পড়েনি তা বলা চলে না। তবে এ কথা কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না যে তারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। তা যদি হতো তবে কংগ্রেসের ভোটের ব্যবধান হতো আরো অনেক বেশী। সে রকম সোহরাব, সাত্তার, হোসেন বিরোধিতা যদি সত্যই হতো তাহলে হুমায়ুনের জয়লাভও সহজ হতো না, তাকেও পরাজয় বহন করতে হতো বিপুল ভোটে। যাই হোক বর্তমান নির্বাচন উভয় পক্ষকেই এই শিক্ষা দিয়েছে যদি গোষ্ঠী কোন্দল দূর করতে তারা না পারেন তবে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে তাদের উভয়েরই ভরাডুবি ঘটবে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সি, পি, এম পার্টি থেকে বহিষ্কৃত

সাগরদীঘি : গত ২৪ নভেম্বরের এক আদেশ বলে পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চল গ্রাম পঞ্চায়েতের নয় জন সদস্য হঠাৎ ডিসেম্বরের ২২ তারিখ সি, পি, এম পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। এঁরা হলেন আয়ুব আলি, জালালউদ্দিন, পাঞ্চাতন, মুর্তুজা রেজা, আক্কাজুদ্দিন, নাজিরুদ্দিন আমেদ, কালিদাস চক্রবর্তী, সুব্রত মাহারা ও নুরুজ্জামান। আরো জানা যায় সরকার মনোনীত পঞ্চায়েত সদস্যা সরস্বতী হাঁসদা, খতিমুন বেওয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নাজের আলি ও কৃষক সমিতির সভাপতি আবদুল কইবকেও ঐ একই আদেশের বলে পার্টি সদস্যপদ হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পঞ্চায়েত প্রধানের নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এই বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে। প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রধানের কার্য্যভার ন্যস্ত হয় গঙ্গারাম সরকারের উপর। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠায় তাঁকে অপসারিত করে সৎকর্মী বলে পরিচিত প্রাথমিক স্কুলের জনৈক শিক্ষক কালিদাস চক্রবর্তীকে প্রধান করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিরক্ত হয়ে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে পদত্যাগ করেন। তখন পার্টি থেকে ঠিক করা হয় গঙ্গারাম সরকারকেই পুনরায় প্রধান করা হোক। কিন্তু তাতে সকলে ঐক্যমত হতে না পারায় ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটে ১৩-৫ ভোটে আয়ুব আলি প্রধান নির্বাচিত হয়। ১৩ জন ভোটারের মধ্যে ১১ জনই সি, পি, এম দলভুক্ত ও দু'জন মাত্র কংগ্রেস দলের। এই দলবিরোধী কাজ করার জন্য ঐ এগারো জন সদস্যকে দল হতে বহিষ্কারের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

আই আর ডি পি প্রকল্পে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

সাগরদীঘি : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সাগরদীঘি শাখা গত ১৪ ডিসেম্বর গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস পালন করলো। গোবর্দ্ধনডাঙ্গা, পাটকেলডাঙ্গা, বারালা, বোথারা, সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত যে সব চাষী আই আর ডি পি প্রকল্পের সুযোগ পায়নি তাদিকে এ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়, ক্ষুব্ধ চাষীদের অভিযোগ, তারা যদি এই প্রকল্পের সাহায্য পেতো তবে পাম্পসেটের অভাবে তাদের আমন চাষ এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। জনৈক কালীচরণ হাঁসদা বলে, তারা যদি ঐ প্রকল্পের সাহায্য পেতো তবে দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করে গ্রামাঞ্চলে দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে পারতো এবং তাতে নিজেদের অবস্থারও উন্নতি করতে সক্ষম হতো। আলোচনা চক্রে গোবর্দ্ধনডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নজরুল ইসলাম, পাটকেলডাঙ্গার প্রধান আয়ুব হোসেন ও সাগরদীঘি ব্লকের প্রগতি ও ক্রমোন্নতি বিষয়ক পরিদর্শক চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জী আই আর ডি পি প্রকল্পের বাধার কারণগুলি বর্ণনা করেন ও তা দূর করার প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বিহুদাস সরকার আইনগত দিক বজায় রেখে সুষ্ঠু প্রকল্প তৈরী করে ব্যাঙ্কের সহায়তার জন্য আবেদন করতে অনুরোধ জানান। ঐ আলোচনা চক্রে ১০ জন চাষীকে পাম্পসেটের জন্য ব্যাঙ্কের ডি ও পত্র প্রদান করা হয়। আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক।

কাব্যের ইতিহাস প্রমাণে পদযাত্রা

বহরমপুর : কালকেতু ব্যাধের জন্মভূমি বলে কথিত বড়ঞা থানার গোলাহাট গ্রাম ও ফুল্লরার বারমাস্যার লীলাভূমি কুলি হতে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের জন্মস্থান দামুন্যা পর্য্যন্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ৭ জানুয়ারী। পদযাত্রা কমিটির পক্ষে প্রভাত মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন মুর্শিদাবাদের একটি শক্তিশালী লেখক ও কবি গোষ্ঠী এই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী স্থানগুলি তার সংস্কৃতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে তাঁরা সপ্রমাণ করতে চান মুকুন্দরামের কাব্য কাহিনী শুধু কল্পনার উপর রচিত নয়, এ শুধু কাব্য নয়, কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধও বটে। এই পদযাত্রী দলটিকে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্যও তিনি আবেদন জানাচ্ছেন।

ভ্রম সংশোধন

পত্রিকার ২৮শ সংখ্যায় তাং ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮৫ (বাং ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯২) নিলামের ইস্তাহার মোকর্দ্দমা নং ৪৮৩ মনিজারী— দেন্দার—ভুলু সেখ স্থলে ভুলু ঘোষ পড়িতে হইবে।

সফল বিড়ি আন্দোলন

ধুলিয়ান : যুক্ত সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে বিড়ি শ্রমিকদের ছাঁট ও পট্টির আন্দোলন গত ১৮ ডিসেম্বর সফল হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রকাশ থাকে যে, বিড়ি মুন্সীরা ইতিপূর্বে খেয়াল খুশীমত বিড়ি ছাঁট ও পট্টি বন্ধ পূর্ব্বক বিড়ি শ্রমিকদের নিকট হতে কেটে আসছিল। অথচ গত ১৯-৩-৭৪ সালে ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হয় যে, দাগ ধরা বা ফাটা ইত্যাদি ছাড়া তৈরী কোন বিড়ি বাদ দিতে পারা যাবে না। টি, ইউ, সি সি নেতা ইউসুফ হোসেন ও ইউ টি, ইউ সি (লেলিন সরণী) নেতা আঃ সইদের নেতৃত্বে প্রথমে সংগঠিত হয় এবং পরে অন্যান্য ইউনিয়নগুলি যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সামিল হন। সাম্প্রতিককালে এই জয় এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাড়ী বিক্রয়

সদরঘাটে শিপ্রা কেবিনের পাশে গলির সোজা বাড়ী বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগ করুন :

ভূষণচন্দ্র ঘোষ, বালিঘাটা।

সাহা ক্যাটারার

(বিয়ে বাড়ী ও ক্যাটারিং)

এ শহরে সর্বপ্রথম বিবাহ ও আপনার যাবতীয় অনুষ্ঠানে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী ও ক্যাটারিং এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

(অল্প খরচে রুচিসম্মত খাদ্য ও বাড়ী ভাড়ার সুযোগ নিন।)

যোগাযোগ স্থান : শ্রীহরিপ্রসাদ সাহা, ম্যাকেঞ্জি মাঠের সম্মুখে ও পণ্ডিত ষ্টেশনার্স, রঘুনাথগঞ্জ।

বিরাট আয়োজন

হিরো ম্যাজেসটিক,

ষ্টিল ফার্ণিচার, ফ্লাস্ক, ষ্টোভ, ভি আই পি, এ্যারিসটোক্র্যাট ও অস্কার সুটকেস, ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, হকিন্স কুকার সঠিক দামে পাবেন।

উৎসব

দরবেশপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

শীঘ্র বিভিন্ন কোম্পানীর টিভি আমাদের কাছে পাবেন।

রঘুনাথগঞ্জ ১৫নং ওয়ার্ডে দরবেশপাড়া ভগবতী মন্দিরের সামনে একখানি দোতলা বাড়ী বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান

প্রশান্তকুমার রায়

রায় ভবন

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া মেন রোডে ব্যবসা ও বাসযোগ্য পুরাতন বাড়ী ৬ কাঠা জায়গাসহ সত্বর বিক্রয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডায়মণ্ড লন্ড্রী

মিয়াপুর

নিখুঁত টিভি

প্যানোরামা

এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ

বিক্রেতা :

টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারের রাস্তার উপরে দ্বিতল বাড়ী বাহিরে ভাড়া সমেত বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শঙ্করাচার্য্য সান্যাল

সাহেববাজার

ডাকঘরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপকৃত হবে। এ যুক্তিও বিচিত্র! হাজার হাজার ডাকঘর উঠিয়ে দিয়ে জনগণের সুবিধা কিভাবে হ'তে পারে বোঝা কঠিন। আর খরচের দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে এর দ্বারা খরচ বৃদ্ধিই পাবে। বর্তমান ডাকঘরের নিয়োগনীতি অনুযায়ী অন্ততঃ পক্ষে দৈনিক ৩০০ রেজিষ্ট্রি করার জন্য একজন কর্মী নেওয়া হয়। তার জন্য বেতন ও ভাতা দিতে খরচ পড়ে ২৫/৩০ টাকা। কিন্তু এজেন্টকে সে ক্ষেত্রে দিতে হবে ১৫০ টাকা। কাউন্টারে টিকিট বিক্রয়ের নিয়োগ-মাত্রা ধরা আছে দৈনিক ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। সে ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারকে দৈনিক বেতন ভাতা দিতে হয় ২০/২৫ টাকা, কিন্তু এজেন্সি প্রথায় দিতে হবে ৩৫/৪০ টাকা। অতএব এজেন্সি প্রথায় খরচ কম হবে এ কথা ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়। বেশি সুযোগের যে কথা বলা হচ্ছে তাও সত্য নয়। কেন না ঘরে ঘরে চিঠি বিলি না হ'লে বা ঘরের নিকটের ডাকঘর উঠে গেলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হ'তে পারে না। তার উপর জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় খাম পোষ্টকার্ড, টিকিটের বিক্রয় ব্যবস্থা বেসরকারী হাতে চলে গেলে কালো-বাজারী সৃষ্টি হতে বাধ্য। প্রবল দুর্নীতি সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে। এই কর্মনীতিই প্রমাণিত করছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে যেমন করেই হোক কর্মচারী ছাঁটাই এবং সরকারী বিভাগগুলিতে মানুষের বদলে যন্ত্রের (কম্পুটার) সাহায্যে কাজ চালানো। যে সব বিভাগে যন্ত্রের সাহায্যে কাজ চালানো সম্ভব নয় সে-গুলিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর মহাপ্রয়াণ

ধুলিয়ান : গত ২১ ডিসেম্বর বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, জনগণের বড় কাছের মানুষ উদারমনা শ্রীপতিভূষণ দাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সমগ্র শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্কুল, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন ক্লাব, ছাত্র সংগঠন ও ভারত সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে তার মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। শীতের কুয়াসা ঢাকা সকালে এক দীর্ঘ শোক মিছিল তার মরদেহ শ্রদ্ধায় বহন করে নিয়ে চলে শ্মশান পথে। সেখানে সহস্র মানুষের শ্রদ্ধামিশ্রিত চোখের জলে শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাঁধের বাসিন্দারাও ভোটার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

("These holdings be deleted from the municipal books.") তথাপি কোন মন্ত্র বলে ২৫০ বেআইনী হোল্ডিং এর উপর উদ্বাস্তুরা ভোটার বলে গণ্য হলো ১০নং ওয়ার্ডের জন-সাধারণ তা বুঝতে পারছেন না।

গ্রন্থাগার দিবস পালন

বহরমপুর : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পক্ষে সত্যব্রত রায় জানিয়েছেন বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে আগামী ২০ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়েছে। ১৯২৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকেই সেইজন্য আন্দোলন দিবস হিসাবে পালন করা হবে। দাবীসমূহের মধ্যে প্রধান দাবীগুলি হলো—বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন, প্রতিটি গ্রন্থাগার শিশু বিভাগের ব্যবস্থা রাখা ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলির ব্যাপক উন্নতিসাধন। দিবসের অনুষ্ঠান সূচীতে ঠিক হয়েছে বৈকাল ৩টায় পরিষদের সাধারণ কর্মসচিব অরুণ রায় কর্তৃক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্মল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক জেলা পরিষদ ভবনের শিলান্যাস। ব্লক ও মহকুমা স্তরে প্রতিটি গ্রন্থাগারে এক পক্ষ কালের মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট দিনে আলোচনা চক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসূচীর রূপায়ণের চেষ্টা হবে।

মুর্শিদাবাদ ও মালদহে শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : এ, বি, এ, গনিখাঁন চৌধুরী (কর্মসূচী রূপায়ণ মন্ত্রী) ও শ্রমমন্ত্রী টি, আনজাইয়া উভয়ে মিলিতভাবে মুর্শিদাবাদ ও মালদহের বিড়ি ও রেশম শ্রমিকদের জন্য একটি কল্যাণ প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন। প্রকল্প অনুযায়ী খুব শীঘ্রই ধুলিয়ানে কিংবা অরঙ্গাবাদে ৩·৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ বেডের একটি হাসপাতাল তৈরী করা হবে। ঠিক হয়েছে যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই হাসপাতালের শিলান্যাস হবে। রেশম শ্রমিকদের জন্য কালিয়াচকেও একটি হাসপাতাল হবে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থাটিও খুব শীঘ্র চালু করা হবে।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
কলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।